৫.২. সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নিমিত্ত পরিচালনার জন্য অনুমোদিত সকল ট্রেনের মোট নির্ধারিত আসন সংখ্যার বিপরীতে মোট টিকেটের ৫০% আসনের টিকেট বিক্রি করতে হবে। টিকেট বিক্রয় কার্যক্রম সকাল ০৯.০০ টায় শুরু করতে হবে।

৫.৩. বিক্রয়যোগ্য সকল টিকেট অবশ্যই অনলাইনে বিক্রয় করতে হবে। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.৪. আন্তঃনগর ট্রেনের সকল প্রকার স্ট্যান্ডিং টিকেট ইস্যু সম্পূর্ণভাবে রহিত বা বন্ধ করতে হবে।

৫.৫. এ সময় সকল ক্ষেত্রে টিকেট বিক্রয়ের কাউন্টারসমূহ বন্ধ থাকবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.৬. সকল ক্ষেত্রে প্লাটফর্ম টিকেট বিক্রয় বন্ধ থাকবে।

৫.৭. তাপমাত্রা পরিমাপের সুবিধার্থে সকল যাত্রীকে ট্রেন ছাড়ার কমপক্ষে ৬০ (ষাট) মিনিট পূর্বে স্টেশনে আগমন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.৮. প্লাটফর্মে প্রবেশকালে আবশ্যিকভাবে প্রত্যেক যাত্রীর শরীরের তাপমাত্রা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে পরিমাপ করতে হবে।

৫.৯. বৈধ টিকেটসহ যাত্রী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে অবশ্যই প্লাটফর্ম ও ট্রেনে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

৫.১০. প্লাটফর্ম প্রবেশকালে ও ট্রেনে যাত্রীহণ যাতে অবশ্যই মাস্ক পরিহিত অবস্থায় থাকেন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১১. সকল ট্রেনে খাবার সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

৫.১২. কোন অবস্থাতেই এ সকল প্লাটফর্ম ও ট্রেনে হকার, ভিক্ষুক, অনাকাঙ্ক্ষিত লোকজনকে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

৫.১৩. ট্রেনের অভ্যন্তরে যাত্রীগণ যাতে নিজ নিজ আসন গ্রহণ এবং যাত্রাকালে জরুরি কারণ ব্যতিত নিজ নিজ আসনে অবস্থান করেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১৪. ট্রেনে আরোহণ ও অবতরণের জন্য নির্দিষ্ট দরজা ব্যবহার করতে হবে।

৫.১৫. যাত্রীদের নিজস্ব খাবার এবং পানি বহন করার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে।

৫.১৬. কেবিন/ বার্থ শ্রেণিতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে কোন বিছানা বা চাদর সরবরাহ করা যাবে না। এ বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাত্রীদের বিছানা বা চাদর বহন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করতে হবে।

৫.১৭. এ সকল ট্রেন পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণের বিষয়টি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

[বি: দ্র: এই নির্দেশিকা পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান চালু করার নির্দেশিকা নয়, বরং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যখন পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান চালু হবে তখন এই নির্দেশিকা অনুসরণ করা আবশ্যক হবে]

Bangladesh Tourism Board
(National Tourism Organization)
BSL Office Complex (Hotel InterContinental), Level-3
Building-2, 1 Minto Road, Dhaka-1000, Bangladesh
www.tourismboard.gov.bd
www.beautifulbangladesh.gov.bd

MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

Bangladesh Tourism Board
National Tourism Organization

কোভিড ১৯ চলাকালে পর্যটক পরিবহনে অনুসরণীয় নির্দেশিকা

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

কোভিড ১৯ চলাকালে
পর্যটক পরিবহনে অনুসরণীয় নির্দেশিকা

১. বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও নৌবন্দর থেকে পর্যটককে হোটেলে বা তার গন্তব্যস্থলে স্থানান্তর

১.১. বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও নৌবন্দর থেকে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের জন্য যানবাহন পূর্বে নির্দিষ্ট রাখা এবং যানবাহন চালক ও সেবা কর্মীদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত নির্দেশনাবলি অনুসরণ করা।

১.২. যাত্রীদের মধ্যে কমপক্ষে এক মিটার দূরত্ব বজায় রেখে বসা নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করা।

১.৩. ভ্রমণের সময় বাধ্যতামূলকভাবে সুরক্ষা মাস্ক ও হ্যান্ড-স্যানিটাইজার ব্যবহার করা। পর্যটক ও সেবা কর্মী গাড়িতে উঠার আগে গাড়ির অভ্যন্তরে জীবাণুনাশক স্প্রে ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১.৪. কোন পর্যটক ও সেবা কর্মী অসুস্থ হলে বা হাসপাতাল বা ডাক্তারের সহায়তার প্রয়োজন হলে দ্রুত পরিবহনের জন্য পর্যটক ও সেবা কর্মী বহনকারী মূল গাড়ির সাথে পৃথক একটি গাড়ি রাখা।

২. অভ্যন্তরীণ বিমান

২.১. বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১০ মে, ২০২০ তারিখে ২৩০ নং স্মারকে জারিকৃত সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করা।

৩. দেশের অভ্যন্তরীণ ভ্রমণের জন্য ট্যুরিস্ট বাস, কোচ, গাড়ি এবং আন্তঃজেলা ও হাইওয়ে বাস ও অন্যান্য পরিবহন

আন্তঃজেলা এবং মহাসড়ক বাস ও পরিবহনের ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক ৩১ মে, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করা। তাছাড়াও দেশের অভ্যন্তরীণ ভ্রমণের জন্য ট্যুরিস্ট বাস, কোচ, গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করাঃ

৩.১. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী যাত্রীভাড়া (পুনঃ নির্ধারণ) করা।

৩.২. একজন যাত্রীকে বাস বা মিনিবাসের পাশাপাশি দুটি আসনের একটি আসনে বসিয়ে অপর আসনটি অবশ্যই ফাঁকা নিশ্চিত করা।

৩.৩. স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে শারীরিক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করা।

৩.৪. মোটর রেজিস্ট্রেশনে বর্ণিত আসন সংখ্যার ৫০% তথা অর্ধেকের বেশি যাত্রী বহন করা যাবে না এবং দাঁড়িয়ে কোন যাত্রী বহন করা যাবে না।

[স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক বাস বা মিনিবাস পরিচালনা করা।]

৩.৫. পর্যটক বহনকারী যানবাহনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করাঃ পর্যটক ও সেবা কর্মী যানবাহনে উঠার আগে যথাযথভাবে যানবাহন পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করা।

৩.৬. স্পর্শ করার স্থান যেমনঃ ডোর লক, হ্যান্ডেল, উইন্ডো স্ক্রিন, সিট ব্যাক, হেড রেস্ট, স্টিয়ারিং, গিয়ার ইত্যাদি সঠিকভাবে জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করা।

৩.৭. হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, গগলস, ডিজিটাল ইনফ্রারেড থার্মোমিটার, প্রোটেক্টিভ অ্যাপ্রোন (ডিসপোজযোগ্য), ডিসপোজেবল ক্যাপ, লম্বা-হাতা গাউন এবং অন্যান্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৩.৮. ডিসপোজেবল ব্যাগ, সিট এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম বাক্স রাখা নিশ্চিত করা।

৩.৯. জরুরি যোগাযোগের ফোন নম্বর এবং 'ডাক্তার অন কল'এবং জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর উপযুক্ত স্থানে প্রদর্শন করা।

৩.১০. সকল পর্যটক ও সেবা কর্মীর পূর্ব পরিকল্পিত ট্যুর প্রোগ্রাম অনুসরণ করা।

৩.১১. ড্রাইভার, হেল্পার, গাইড এবং সহকারীসহ সকল সেবা কর্মীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রত্যয়ন বা পিসিআর পরীক্ষার প্রতিবেদন সঙ্গে রাখা।

৪. পর্যটন ভেসেল (রিভার ক্রুজ, সমুদ্রতরী, ব্যাকওয়াটার ক্রুজ এবং অন্যান্য পর্যটন জাহাজ)

৪.১. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বিআইডাব্লিউটিএ'র ২৯ মে, ২০২০ তারিখের প্রেস রিলিজ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নৌ পথে নৌ চলাচলের ক্ষেত্রে নৌ ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।

৪.২. মাস্টার, ড্রাইভার, সুকানি, গাইডস, সার্ভিস স্টাফ এবং ট্যুরিস্ট ভেসেলের অন্যান্য সহায়ক কর্মীদের অবশ্যই ফেস মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৩. প্রতিটি ভ্রমণের আগে ও পরে ভেসেল পরিষ্কার এবং অভ্যন্তরীণ ও স্পর্শ স্থান যেমনঃ ডোর, উইন্ডো, হ্যান্ডল, ডোর নব, টিভি রিমোট কন্ট্রোল, বাথরুম, টয়লেট, বৈদ্যুতিক সুইচ, রান্নাঘর, রান্নাঘরের পোশাক, ডাইনিং রুম, চেয়ার, টেবিল, খাবারের কাউন্টার, সেবার পাত্রসহ অন্যান্য সরঞ্জাম জীবাণুমুক্তকরণ।

৪.৪. জাহাজে উঠার আগে যাত্রীগণের শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা।

৪.৫. ভেসেলের মধ্যে সকল প্রকার স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী যেমন-স্যানিটাইজার, ফেস মাস্ক, অ্যাপ্রোন, হেয়ার ক্যাপ এবং স্প্রে মেশিন ইত্যাদির পর্যাপ্ত মজুদ রাখা।

৪.৬. সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আসন ও সেবার ব্যবস্থা নতুনভাবে বিন্যাস করা।

৪.৭. সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি জাহাজের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা।

৪.৮. জাহাজে করোনা সন্দেহভাজন বা গুরুতর অসুস্থ যাত্রী বা কর্মচারীদের পরিচর্যার জন্য পৃথক রুমের ব্যবস্থা রাখা।

৪.৯. অসুস্থ ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক হাসপাতালে স্থানান্তরের প্রয়োজন হতে পারে বিধায় প্রধান ভেসেলের সাথে ছোট এবং দ্রুত চলন্ত অপর একটি ভেসেল মজুদ রাখা।

৪.১০. ভেসেল কর্মী ও ক্রুদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫. রেলপথ পরিবহন

রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০ মে, ২০২০ তারিখের ১৩০ নং স্মারকে জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করে পর্যটকদের পরিবহন সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। নির্দেশনাবলী নিম্নরূপঃ

৫.১. যাত্রার দিনসহ পাঁচ (৫) দিন পূর্বে আন্তঃনগর ট্রেনসমূহের টিকেট অনলাইনে দেয়া।